তারিখ 15 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

প্রথম আলো

অন্তর্কোন্দলে ছাত্রদল নেতা খুন
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

দুই ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার ❑ তদন্ত কমিটি গঠন

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পর শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে যান —প্রথম আলো

আহমেদ নূর, এহেছান লেনিন, *সিলেট*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে গত বুধবার গভীর রাতে প্রতিপক্ষের হাতে খুন হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী লিটন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম এ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় ওই রাতেই সিন্ডিকেটের জরুরি সভা ডেকে সব পরীক্ষা স্থগিত ও বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রদলের দু নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদল পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গেছে, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষা শেষে বুধবার বিকেলে ক্যাম্পাস থেকে বের হওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় গোলচত্বরের সামনে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন লিটন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, গোলচত্বরে ছাত্রদলের ১৫-২০ জন ক্যাডার লিটনের ওপর হামলা চালায়। তারা লিটনকে শাকসু ভবনের ভেতরে নিয়ে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে বেশ কিছু কর্মী সেখানে গিয়ে লিটনকে উদ্ধার করে স্থানীয় রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে রাত ৯টার দিকে তাকে ওসমানী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মারা যান।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

● লিটনের বাড়িতে এখন কান্নার রোল : পৃষ্ঠা-৪

অন্তর্কোন্দলে ছাত্রদল নেতা খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লিটনের বাড়ি ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলায়। তার বাবা বেঁচে নেই, মা অসুস্থ। তিনি চাচার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতেন। লিটন ১৯৯৮ সালে নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ১৯৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তার মরদেহের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল সাড়ে ৫টায় মরদেহ তার ভগ্নিপতি ও স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের রুবেল গ্রুপের নেতা মইন আল দীন বিন নাসির (কালা রুবেল), ছাত্রদল সহসভাপতি জসিম ও তার সহযোগী ১৫-২০ জন পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এ দুজনের নাম উল্লেখ করে মামলাও হয়েছে।

নেপথ্য কারণ : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দলীয় অন্তর্কোন্দল অথবা পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। নিহত রফিকুল ইসলাম লিটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের একটি গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন। গত ৩১ ডিসেম্বর তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রুবেল গ্রুপের সঙ্গে লিটনের সমর্থকদের বিরোধ দেখা দেয়। ওই ঘটনার জের ধরে গত বুধবার রাতের ঘটনা ঘটেছে বলে অনেকে ধারণা করছেন।

ছাত্রদলের সাতটি উপদল : শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছাত্রদলের সাতটি গ্রুপ বা উপদল সক্রিয়। এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি ছাড়াও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। সাতটি উপদলের নেতৃত্বে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন ভূঁইয়া, সহসভাপতি মোরশেদুল আলম ও যুগ্ম মহাসচিব নাসিরউদ্দিন, সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খান, সহসভাপতি মইন আলদীন বিন নাসির (কালা রুবেল), সহ-সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাটওয়ারি, সহসভাপতি আখলাক ও যুগ্ম সম্পাদক ফুয়াদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল মাহমুদ আদনান (বর্তমানে অস্ট্রিয়ায়)।

সিন্ডিকেটের সভা ও তদন্ত কমিটি গঠন : লিটন মারা যাওয়ার পর গভীর রাতেই উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ রাত ৩টায় তার বাসভবনে সিন্ডিকেটের জরুরি সভা আহ্বান করেন। সভায় চলমান সব পরীক্ষা স্থগিত ও বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় দুটি ছাত্রহল ও ছাত্রীহল খালি করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জামিল আহমদ চৌধুরী বাদী হয়ে ওই রাতেই মইন আলদীন বিন নাসের রুবেল ও জসিম উদ্দিনসহ ৫০-৬০ জনকে আসামি করে সিলেট কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ঘটনা তদন্তের জন্য রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল (অবঃ) নজরুল ইসলামকে প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন দুজন প্রভোস্ট, প্রক্টর, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা ও ভেটেরিনারি কলেজের অধ্যক্ষ।

ক্যাম্পাসে উত্তেজনা : লিটনের নিহত হওয়ার খবর ক্যাম্পাস ও আশপাশে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত ছাত্ররা হল ও মেস থেকে দল বেঁধে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছুটে যান। তারা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবিতে বাসভবনসহ বিভিন্ন ভবন ভাঙচুরের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়।

এদিকে লিটন মারা যাওয়ার ৬ ঘণ্টা পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গতকাল সকালে তার লাশ নিতে হাসপাতালে না যাওয়ায় ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা হাসপাতালের মূল ফটকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে মিছিল ও স্লোগান দেন। লাশ না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং হলগুলো ১ ঘণ্টার মধ্যে খালি করে দেওয়ার নির্দেশকে তারা প্রহসনমূলক উল্লেখ করেন।

গতকাল সকালে ১ ঘণ্টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশে ছাত্রছাত্রীরা চরম বিপাকে পড়েন। ছাত্রছাত্রীরা শাহপরাণ হল, দ্বিতীয় ছাত্রহল এবং ছাত্রীহল থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মেসে অবস্থান নিতে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হন।

দুজন বহিষ্কার : হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র মইন আল দীন বিন নাসের রুবেল ও পরিসংখ্যান বিভাগের এমএসসি প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র জসিম উদ্দিনকে বহিষ্কার করেছে। রুবেলের বাড়ি বরিশাল সদরে। তার বিরুদ্ধে সিলেট কোতোয়ালি থানায় চারটি মামলা রয়েছে। সে পেশাদার অস্ত্র ব্যবসায়ী বলে অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে কয়েকটি ধর্ষণের অভিযোগও রয়েছে। অপর বহিষ্কৃত ছাত্র জসিম উদ্দিনের বাড়ি কুমিল্লার লাকসাম উপজেলায়। সে ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজ হিসেবে পরিচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রক্টর ড. মোঃ আবদুল হাই চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই থানায় মামলা এবং একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রচলিত আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী এ হত্যার বিচার করা হবে। তবে গতকাল একাধিকবার যোগাযোগ করেও উপাচার্যকে পাওয়া যায়নি। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একাধিকবার তার বাসায় যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, তিনি ঘুমোচ্ছেন।

ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার, তদন্ত কমিটি : হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত দু ছাত্রকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা থেকে এ বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পাশাপাশি এ ঘটনা তদন্তের জন্য দু সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসভাপতি মোতাস খান সফরী ও বিভাগীয় সমন্বয়ক মিজানুর রহমান চৌধুরীকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। সিলেট মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ সাইদ আহমদ এ তথ্য জানান।

নিন্দা ও ক্ষোভ : লিটন হত্যার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ ও নিন্দা জানিয়ে দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। শাবি ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় ছাত্রদল এবং ইসলামী ছাত্রশিবির পৃথক বিবৃতিতে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। শাবি প্রেসক্লাব, ডেইলি স্টার রিডার্স ফোরাম শাবি শাখা, প্রথম আলো বন্ধুসভাসহ বিভিন্ন সংগঠনও এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে।

নিহত লিটন স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল আগামীকাল শনিবার ক্যাম্পাসে শোক মিছিল, সমাবেশ এবং রোববার অনবরত